দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 4 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

১৬

এদের কঠোর শাস্তি দিন

আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে যেমন সর্বোচ্চ বরাদ্দ তেমনি এই শিক্ষাখাতেই আবার সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে। এই দুর্নীতি শুধু টাকা-পয়সার সঙ্গে জড়িত নয়, নৈতিক দুর্নীতি হলো আমাদের শিক্ষার বড় শত্রু। তার একটা উদাহরণ দেশের সকল ধরনের পরীক্ষায় নকলের ব্যাপক প্রসার। নকল বন্ধ করার জন্য নানা জনের নানা প্রেসক্রিপশন আছে; কিন্তু কোনভাবেই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন কমানো যাচ্ছে না।

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রতিদিন নকল করার অপরাধে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। নকল করে যারা ধরা পড়ে না তাদের সংখ্যা বহিষ্কৃতদের কয়েকগুণ। এখন যে বিষয়টি আরো উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস। নকল করতে বাধা দেয়ার ব্যাপারে আগাম হুমকি। বাধা দেয়ার পর মারধর, ইটপাটকেল ছোড়া ও ভাঙচুরের ঘটনাও বিরল নয়। যারা নকল ধরেন, তাদের অনেকেই বহিষ্কৃত ছাত্র বা তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের দ্বারা নিগৃহীত হন। বেশ কয়েক বছর ধরেই এসব চলছে। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক ও ইনভিজিলেটাররা নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে নকল ধরতেও দ্বিধা করেন। তার একটা কারণ হলো, শিক্ষক বা পরিদর্শককে মারধর করে ফৌজদারি আইনে শাস্তি পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই।

সম্প্রতি ঠাকুরগাঁ থেকে আরো সাংঘাতিক খবর পাওয়া গেল। এসএসসি পরীক্ষার দেড় মাস পর ভিজিলেন্স টিমের একজন সদস্য এক বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৬শে জুন রাতে ঠাকুরগাঁ মহিলা কলেজের অর্থনীতির প্রভাষক মোহাম্মদ শামসুল হকের উপর বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী মোহাম্মদ আপেল হামলা চালায় এবং তাকে 'প্রচণ্ড মারধর' করে। শামসুল হক রুহিয়া কলেজ কেন্দ্রে ঐ পরীক্ষার্থীর নকল ধরেন। এই ঘটনা আরেকবার প্রমাণ করলো যে, বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের আক্রোশ বহুদিন ধরে থাকে এবং নকল ধরার পর শিক্ষকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন।

পরীক্ষায় নকল করে বহিষ্কৃত হওয়ার পর শিক্ষকদের ওপর হামলা করে পরীক্ষার্থীরা দ্বিতীয়বারের মত অপরাধ করে এবং সেই অপরাধটা ফৌজদারি অপরাধ। এই ফৌজদারি অপরাধগুলোর শাস্তি হয় না বলেই দেড় মাস পরও মোহাম্মদ আপেল একজন শিক্ষকের উপর হামলা করার সাহস পেয়েছে, একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না। 'কোমলমতি শিক্ষার্থী' বলে ছেড়ে দিলে দেশে নকল তো বাড়বেই সন্ত্রাসকেও পুষে রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

যেসব পরীক্ষার্থী শিক্ষক বা ইনভিজিলেটারের উপর হামলা করবে বা তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করবে, ফৌজদারি আইনে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে কোনভাবেই ছাড় দেয়া উচিত হবে না। এসবের সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবমূর্তির প্রশ্নটিও জড়িত। ঠাকুরগাঁয়ে সরকারি কলেজের একজন শিক্ষক প্রহৃত হয়েছেন। এ ঘটনার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও করণীয় আছে। ঘটনাটিকে হাল্কা করে দেখার অবকাশ নেই।